سورة الحاقة

সূরা হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ
وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ
فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ
أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ
خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ
وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً
رَابِيَةً ۝١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝١٢ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝١٦ وَالْمَلَكُ
عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ۝١٧
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝١٩ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ
حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوفُهَا

دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾
وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ
كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا
فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ
اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾
وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ
لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা

(৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপিন তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৯) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপ-যোগী রূপে গ্রহণ করে। (১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে---একটি মাত্র ফুৎ-কার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপ-স্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমল-নামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ নাও তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ হায়! আমায় যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতা-দেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহা-ন্নামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতএব আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নেই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত পুজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার---(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালন-কর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ

করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফিরদের জন্য অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (এই বাক্যের উদ্দেশ্য কিয়ামতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বর্ণনা করা) সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় এই খট্‌খট্ শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সামূদকে তো প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আদকে এক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা নির্মূল করা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস অবিরাম চড়াও করে রাখেন। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি (তখন সেখানে উপস্থিত থাকলে) তাদেরকে দেখতে যে, তারা অন্তঃসারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অত্যন্ত দীর্ঘদেহী ছিল)। তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ তাদের কেউ বেঁচে নেই। অন্য আয়াতে আছে ঃ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

এমনিভাবে) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা (কওমে নূহ, 'আদ ও সামূদ সবাই এতে দাখিল আছে)। এবং (লূত সম্প্রদায়ের) সংলগ্ন বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল (অর্থাৎ কুফর ও শিরক করেছিল। তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল (কুফর ও শিরক থেকে বিরত না হয়ে কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল)। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করেছিলেন। (তন্মধ্যে 'আদ ও সামূদের কাহিনী তো এইমাত্র বিবৃত হল। কওমে লূত ও ফিরাউনের পরিণতি অনেক আয়াতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং কওমে নূহের শাস্তি পরে বর্ণিত হচ্ছে)। যখন (নূহের আমলে)। জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ মু'মিনদেরকে, কারণ তাদের মুক্তি তোমাদের অস্তিত্বের কারণ হয়েছে) নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম) যাতে এই ব্যাপারকে আমি তোমাদের জন্য স্মৃতি করে দিই এবং কান একে স্মরণ রাখে। (কান স্মরণ রাখে ---কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। সারকথা, এই ঘটনা স্মরণ রেখে যেন শাস্তির কারণ থেকে বেঁচে থাকে। অতঃপর কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তখন সিংগায় একমাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে, (অর্থাৎ প্রথম ফুঁক) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) উত্তোলিত হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মজবুত ও ফাটলবিহীন হলেও সেদিন এরূপ থাকবে না; বরং তা দুর্বল ও বিদীর্ণ হয়ে যাবে)। এবং ফেরেশতাগণ (যারা আকাশে ছড়িয়ে আছে, যখন আকাশ ফাটতে থাকবে, তখন তারা) আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (এ থেকে জানা যায় যে, আকাশ মধ্যস্থল থেকে বিদীর্ণ হয়ে চতুর্দিকে সংকুচিত হবে। তাই ফেরেশতাগণও মধ্যস্থল থেকে প্রান্তদেশে চলে যাবে।

এসব ঘটনা প্রথম ফুৎকারের সময়কার। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়কার ঘটনা এই যে) সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। (হাদীসে আছে, বর্তমানে চারজন ফেরেশতা আরশকে বহন করছে। কিয়ামতের দিন আটজনে বহন করবে। সারকথা, আটজন ফেরেশতা আরশকে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। অতঃপর তাই বর্ণিত হচ্ছে ঃ) সেইদিন তোমাদেরকে (হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু (আল্লাহ্‌র সামনে) গোপন থাকবে না। অতঃপর (আমলনামা উঠিয়ে হাতে দেওয়া হবে, তখন) যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে (আনন্দের আতিশয্যে আশেপাশের লোকদেরকে) বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি (পূর্ব থেকেই) জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (অর্থাৎ আমি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ঈমানদার ছিলাম। এর বরকতে আল্লাহ্ আমাকে পুরস্কৃত করেছেন)। সে সুখী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেশতে থাকবে, যার ফলসমূহ (এতটুকু) অবনমিত থাকবে (যে, যেভাবে ইচ্ছা আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবে ঃ) বিগত দিনে (অর্থাৎ দুনিয়ায় থাকাকালে) তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিদারুণ অনুতাপ সহকারে) বলবে ঃ হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নিষ্ফল হল। এরূপ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ) ধর একে এবং গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে এবং শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (এই গজ কতটুকু, তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কেননা, এটা পরজগতের গজ। অতঃপর এই আযাবের কারণ বলা হচ্ছে ঃ) সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না (অর্থাৎ পয়গম্বরদের শিক্ষানুযায়ী জরুরী ঈমান অবলম্বন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তো দূরের কথা,) মিসকীনকে আহার্য দিতে (অপরকে) উৎসাহিত করত না। (সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত ইবাদতের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সৃষ্টির প্রতি দয়া। এই ব্যক্তি উভয়টি বর্জন ও অস্বীকার করেছিল বিধায় তার এই আযাব হয়েছে)। অতএব আজ এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতধৌত পানি ব্যতীত, (উদ্দেশ্য, সুখাদ্য পাবে না)। যা গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ খাবে না। (অতঃপর কোরআনের সত্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মধ্যে কিয়ামতের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোরআনকে মিথ্যা বলাই উল্লিখিত আযাবের কারণ)। অতঃপর তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না, আমি তার শপথ করছি, (কেননা কোন কোন সৃষ্টি কার্যত অথবা ক্ষমতাগতভাবে দেখার শক্তি রাখে এবং কোন কোন সৃষ্টি এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই শপথের বিশেষ সম্পর্ক এই যে, কোরআন পাক নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা তাদের দৃষ্টিগোচর হত না এবং যার কাছে কোরআন অবতীর্ণ হত, তিনি দৃষ্টিগোচর হতেন। অতএব এখানে সমগ্র 'সৃষ্টির

শপথ বোঝানো হয়েছে)। নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার আনীত (আল্লাহ্র) কালাম (অতএব যার প্রতি এই কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রসূল) এটা কোন কবির রচনা নয় [কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলত; কিন্তু] তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (এখানে 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়-বাদীর কথা নয় (কোন কোন কাফির এরূপ বলত; কিন্তু) তোমরা কমই অনুধাবন কর (এখানেও 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে। সারকথা, কোরআন কবিতাও নয়---অতীন্দ্রিয়বাদও নয়; বরং) এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (অতঃপর এর সত্যতার একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ) যদি সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) আমার নামে কোন (মিথ্যা) কথা রচনা করত (অর্থাৎ যা আমার কালাম নয়, তাকে আমার কালাম বলত এবং মিথ্যা নবুয়ত দাবী করত) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (কণ্ঠশিরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর মিথ্যারোপকারীদের প্রতি শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। এ দিক দিয়ে) এই কোরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ। (কেননা, মিথ্যারোপের কারণে এটা তাদের আযাবের কারণ)। এই কোরআন নিশ্চিত সত্য। অতএব (এই কোরআন যাঁর কালাম) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার পবিত্রতা (ও প্রশংসা) বর্ণনা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী, কাফির ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মু'মিন আল্লাহ্ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামতকে হাক্কা, কারিয়া, ওয়াকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

حَاقَّةٌ শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন-কারী। কিয়ামতের জন্য এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কিয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মু'মিনদের জন্য জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বারবার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সকল প্রকার অনুমানের ঊর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ খটখট শব্দকারী। কিয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই একে

قَارِعَةٌ বলা হয়েছে।

طَاغِيَةٌ শব্দটি طُغْيَان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন

ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামূদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

رِيحٍ صَرْصَرٍ—এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ—এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল।

حُسُومًا—শব্দটি حاسم এর বহুবচন। এর অর্থ মূলোৎপাটন করে দেওয়া।

مؤتفكات এর অর্থ পরস্পরে মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ—তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে صور শিং-এর আকারের কোন বস্তুকে বলা হয়। কিয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কিয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে نفخة صعق বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ—অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে)। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نفخة بعث বলা হয়। بعث শব্দের অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُوْنَ---অর্থাৎ পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نفخة فزع কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نفخة فزع বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نفخة صعق হয়ে যাবে।----(মাযহারী)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ---অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে চারজন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চারজন মিলিত হবে।

আল্লাহ্র আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ---অর্থাৎ সে দিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ---هَاؤُمْ শব্দের অর্থ নাও। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ--- سلطان শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর

আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। سلطان-এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خذوه فغلوه—অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্য দৌড় দেবে।

ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه—অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহ্‌র দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।——(মাযহারী)

حميم—فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام الا من غسلين এর অর্থ সুহৃদ। غسلين সেই পানি, যদ্দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু হবে না। 'কিছু হবে না' এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নাই।

فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون—অর্থাৎ সে সব বস্তুর শপথ যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখ না' বলে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।——(মাযহারী)

تقول—ولو تقول علينا শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وتين হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফিরদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়তাবাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। كاهن তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষত্রবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আল্লাহ্র কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসূল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করত, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ যদি এই রসূল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ না করুন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নামে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোন আযাব আসেনি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—এর আগের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্য উপদেশ। কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছেঃ

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ—অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। সবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ——অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফিরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

আবূ দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একে তোমাদের রুকূতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সিজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিনবার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।